যুগান্তর
তারিখ ·· NOV. 10·2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ? ৩৬

তাজমহলের তুর্কি স্থপতি ইছা আফেন্দি, সমাজবিজ্ঞানের জনক ইবনে খালদুন, বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সিনা, কবি ওমর খৈয়াম, জামালুদ্দিন রুমী, ভারত বিজেতা সুলতান মাহমুদ, মোহাম্মদ ঘুরী, দিল্লির প্রথম মুসলিম সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেক, বাংলার প্রথম মুসলিম সুলতান ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি— তারা সবাই ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

আজকের বিশ্বে ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের যে লড়াই চলছে আমরা তাকে যেভাবেই দেখি না কেন এটা হচ্ছে মূলত জ্ঞানের লড়াই

এ জেড এম শা ম সু ল আ ল ম

মাদ্রাসা শিক্ষার গৌরবময়

তাজমহলের তুর্কি স্থপতি ইছা আফেন্দি, সমাজবিজ্ঞানের জনক ইবনে খালদুন, বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সিনা, কবি ওমর খৈয়াম, জামালুদ্দিন রুমী, ভারত বিজেতা সুলতান মাহমুদ, মোহাম্মদ ঘুরী, দিল্লির প্রথম মুসলিম সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেক, বাংলার প্রথম মুসলিম সুলতান ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি— এরা সবাই ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।

১৭৫৭ সালের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের পর থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস নেমে আসে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সাধারণ শিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার মাদ্রাসাগুলো ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যায়। মাদ্রাসা শিক্ষা অনেকাংশে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে থাকলেও অতীতের মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার সিলেবাস সীমিত হয় শুধু দ্বীনি বিষয়ে। মাদ্রাসা শিক্ষায় মর্মান্তিকভাবে ভগ্নদশা সৃষ্টি হয়।

১৭৮০ সালে আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ৮৬ বছর পর ১৮৬৬ সালে দেওবন্দে কওমি লাইনের আর একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এই মাদ্রাসার সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করে দিন দিন মিয়ানমার থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত বহু মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। এই উপমহাদেশে এবং মিয়ানমারে এখনও দেওবন্দ মাদ্রাসার সিলেবাসে কওমি মাদ্রাসা স্থাপিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষিত অপেক্ষা দেওবন্দ মাদ্রাসা শিক্ষিতদের প্রভাব সমাজ জীবনে অনেক বেশি। বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা দু'লাখের বেশি। মসজিদের ইমামদের মধ্যে বেশিরভাগই কওমি মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত। দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে এদের সংযোগ অতি ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনেও কওমি মাদ্রাসা শিক্ষিতদের প্রভাব ও পদচারণা অধিকতর প্রবল এবং ভবিষ্যতেও হয়তো এটা অব্যাহত থাকবে। কোন মসজিদের ইমামের জন্য আলিয়া নেসাবের কামিল পাস এবং দেওবন্দি কওমি মাদ্রাসার দাওরা পাস দু'জন প্রার্থী হলে মুসল্লিরা চেহারা-সুরত, পোশাক, আমল-আখলাকের কারণে কওমি মাদ্রাসা প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেবেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে হাজার হাজার কওমি মাদ্রাসা আছে। কতগুলো মাদ্রাসার আঙ্গিক এবং আয়োজন প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে গড়া। কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেসরকারি পর্যায়ে। এগুলো পরিচালিত হচ্ছে জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতায়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন সরকারের পক্ষ থেকেই কওমি মাদ্রাসাগুলো কোন প্রকার পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য পায়নি। কওমি মাদ্রাসাগুলো তবু টিকে আছে এবং টিকে থাকবে। বছর বছর নতুন নতুন মাদ্রাসাও গড়ে উঠবে।

বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ ধর্মান্ধ না হলেও ধর্মপ্রাণ। সরকারি পর্যায়ে ধর্মীয় কাজের মধ্য দিয়ে যত সহজে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, যত ব্যাপকভাবে জনগণের সহযোগিতা অর্জন করা সম্ভব— অন্য কোনভাবে তা সম্ভব নয়। এ দিকটি বিবেচনায় এনেই ইংরেজ সরকার ১৭৮০ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিল একটি আলিয়া মাদ্রাসা। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের প্রতিনিধিরা মসজিদ এবং ইমাম সম্পৃক্ত কাজে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। তাই সরকারি পর্যায়ে কয়েকটি কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬২ সালে মুঘল সম্রাট শাহ আলম থেকে সুবে বাংলার দেওয়ানি বা খাজনা আদায়ের অনুমতি লাভ করে। ১৭৬২ সালে সেই সুবে বাংলায় মক্তব-মাদ্রাসা-খানকার সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। এই ৮০ হাজার মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপন করার জন্য সুবে বাংলার ৪ ভাগের ১ ভাগ জমির লাখেরাজ বরাদ্দ ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লাখেরাজ সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন ও বিধিবিধান জারি এবং জোরজবরদস্তি করে মাদ্রাসার জমি অধিগ্রহণ করে এবং হিন্দু জমিদার ও হিন্দু প্রজাদের ইজারা দিতে থাকে।

পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারও বহু ওয়াকফ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে নাগরিকদের মধ্যে বণ্টন করে। যেহেতু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার মাদ্রাসার সম্পদ অধিগ্রহণ করেছিল, তাই সরকার কর্তৃক একটি কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা একান্তই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কওমি মাদ্রাসা সংক্রান্ত দুটি প্রস্তাব সদয় বিবেচনার জন্য সবিনয়ে পেশ করা হল। দেশের সুবিধাজনক এক বা একাধিক স্থানে সরকারি (বাংলা মিডিয়াম) কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হোক। ঢাকা বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে একটি সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হোক।

লেখক : *সাবেক সচিব, সাবেক মহাপরিচালক*